শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার তারিখ ও সময়	:	২৮/০৬/২০২১ (সোমবার), বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	জুম প্ল্যাটফর্ম

সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য হলো- দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি আছি, তাঁরা সকলে যাতে একসাথে কাজ করি। আমাদের সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট আছেন-আমরা সকল পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (NIS) অনুসরণ করতে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) অনুশাসন মেনে কাজ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। একইসাথে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে APA বাস্তবায়ন ও NIS অনুযায়ী কাজ করছে কী না তা আমরা তদারকি করি। জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা অনুযায়ী সকলকে নির্দেশনা প্রদান করি, যাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য এবং আমাদের সামনে যেসব টার্গেট রয়েছে, যেমন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ভিশন ২০৪১' অর্থাৎ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যাতে সারা বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেজন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে এই চেষ্টার মধ্যে কিছু বাঁধা আছে সেগুলো অতক্রিম করতে হবে, তা না হলে আমরা জাতি হিসেবে উন্নত বা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হতে পারবো না। এখন কোভিডকালে আমাদের অনেক চিন্তা শক্তি বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের সাথে যেসব স্টেকহোল্ডার রয়েছেন, তাঁরা পরামর্শ দিবেন, কীভাবে আমরা মন্ত্রণালয় সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে চলতে পারে। তিনি বলেন, প্রত্যেক কিছুর একটা জবাবদিহি থাকে, সর্বোপরি আমাদের সকলের জবাবদিহিতা হলো সরকারের কাছে, সরকারের জবাবদিহিতা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা হলো পার্লামেন্টের কাছে আর পার্লামেন্টের জবাবদিহিতা হলো জনগণের কাছে। সুতরাং জনগণই রাষ্ট্রের মালিক, তাই তাঁদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ চায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আর এদেশের মানুষ যাতে সুন্দরভাবে চলতে পারে। এরপর তিনি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব দীপক চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভার আলোচ্যসূচি ও বিগত ৩য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম (প্রশাসন-২)কে আহবান জানালে তিনি তা উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ (Confirmed) করা হয়। তিনি জানান, বিগত ৩য় ত্রৈমাসিক সভায় গৃহীত ০৪ (চার) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩ (তিন) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে সুশাসন বাস্তবায়নে এপিএ, শুদ্ধাচার, জিআরএস, তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। জনাব মেজবাহ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, এ বিভাগের ই-নথি কার্যক্রম Slow, অনুবিভাগ প্রধানগণকে এ বিষয়ে আরও তৎপর হতে হবে। আপাততঃ অনুবিভাগ পর্যায়ে ই-নথি নিষ্পত্তি হতে পারে মর্মে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব স্বপন গুহ, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, খুলনা জানান, এলজিএসপি, লজিক ও অন্যান্য চলমান প্রকল্পসমূহের মান ভাল। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করা প্রয়োজন। দূর্যোগের সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের সমন্বয় করাসহ উপকারভোগী নির্বাচন করা প্রয়োজন। এছাড়া, সুপেয় পানির অভাব দূরীকরণে প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারের কার্যক্রম জনগণকে জানানোসহ অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়সমূহ অভিযোগকারীদের জানানো দরকার। উদ্ভাবনী কাজের Replication করা প্রয়োজন। জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম, অতিরিক্ত সচিব (পাস) জানান, দক্ষিণাঞ্চল পাহাড় ও সাগরে সুপেয় পানির অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান, ৯০০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, উপকুলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ অন্যান্য ছোট প্রকল্প রয়েছে। জনাব জিশান চৌধুরী, সেবা গ্রহীতা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) জানান, তিনি Samsung এ কর্মরত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এর সন্তান। জন্মনিবন্ধন নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। মৃত্যু নিবন্ধন-এ বাবার নাম ভুল এসেছে। নতুন System সকলকে জানানো দরকার। অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জানান, মৃত ব্যক্তির নামের বানান ঠিক করা প্রয়োজন। এই System টি সকলকে জানানোর জন্য প্রচার দরকার। বানান ঠিক করা প্রয়োজন। জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সকলের জন্য এ সেবা Common থাকা প্রয়োজন। পাইকগাছা পৌর সচিব জানান, ওয়ারিশান সনদপত্র দিতে মৃত্যু নিবন্ধন প্রয়োজন। আর মৃত্যু নিবন্ধন নিতে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জানান, ওয়ারিশান সনদপত্রের বিষয়ে ধারা-৯ এ বিশদ উল্লেখ রয়েছে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন জানান, পুরনো সার্ভারের পাসওয়ার্ড পাওয়া যায়নি। জরুরিভিত্তিতে পাসওয়ার্ড পাওয়া প্রয়োজন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানান, ওয়ারিশান সনদপত্র দিতে মৃত্যু নিবন্ধন প্রয়োজন। মৃত্যু নিবন্ধন নিতে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন হয়। মোঃ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ জানান, ২০০১ এর পর যারা জন্ম নিবন্ধন করেনি তাদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন User-friendly হওয়া প্রয়োজন। পাইকগাছা পৌরসভার কাউন্সিলর জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি যাতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি Dumping Station করার জন্য অনুরোধ জানান। জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব (বাজেট শাখা) জানান, নিবন্ধন ফি-এর একটি অংশ মহাপরিচালকের নিকট চাহিদার মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা জানান, জেলা পরিষদের বিষয়সমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)/জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় আনা যায়। টিএলসিসি-তে ১২ জনের বেশী সদস্য কীভাবে যুক্ত করা যায়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা আহসান হাবিব (কয়ড়া, খুলনা) জানান, ২০১০ সাল থেকে তিনি কর্মরত। উদ্যোক্তাগণ যাতে নিবন্ধন করতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। জনাব মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর, চিংড়ি চাষী, পাইকগাছা, খুলনা জানান, চিংড়ি চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভর্তুকি নিয়ে ঋণ দেয়া হয় না। সুপেয় পানির সমস্যা সমাধান করা দরকার। বেরী বাঁধ শক্ত না হওয়ার কারণে এলজিইডি'র রাস্তা স্থায়িত্ব পাচ্ছে না। আলোচনায় জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খাঁন, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনাব মোঃ এরশাদুল হক, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০৩। **সভার সিদ্ধান্ত:**

(১) এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি সপ্তাহে একদিন (বুধবার) গণশুনানীর (Public Hearning) ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; [বাস্তবায়নে: আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল)]

(২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার/সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; [বাস্তবায়নে: রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন]

(৩) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সফটওয়্যার/সিস্টেম সহজ ও জনবান্ধব (User-friendly) করতে হবে; [বাস্তবায়নে: রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন]

(৪) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য করে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [বাস্তবায়নে: রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন]

০৪। পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/৭/২০২১

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০১৬.০০১.২০২০- ৯১৮/৫(৩)

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৪ জুলাই ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. অতিরিক্ত সচিব/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৩. যুগ্মসচিব/পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৪. উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৫. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৭. সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৮. সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩. রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা।

১৪/০৭/২০২১

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫৭৬
lgadmin2@lgd.gov.bd